সাঁতারের গর্ব ব্রজেন দাস ঃ শ্রদ্ধাঞ্জলি

ক্রীড়াজগত

মুহাম্মদ কামরুজ্জামান ঃ সাঁতারু ব্রজেন দা'র সাথে শেষ দেখা হয়েছিল মাস কয়েক আগে, প্রেসক্লাবে। প্রেসক্লাবের ক্যান্টিনের কোন একখানে বসতেই ব্রজেন দা দূর থেকে তা দেখে আমার পাশে এসে বসলেন। কুশলাদী জিজ্ঞাসা করার পর সেদিন দেশের সাঁতার ও সাঁতারুদের নিয়েই কথা হয়েছিল বেশি। বলেছিলেন সাফ গেমস তো এসে যাচ্ছে, নতুন সাঁতারু বের না করলে গেমসে বাংলাদেশের পক্ষে ভাল ফল করা কঠিন হবে।

পঞ্চাশের দশকে প্রথম এশীয় হিসেবে ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হয়ে পুরনো ঢাকার ছেলে ব্রজেন দাস ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। তার অসাধারণ সাঁতার কৃতিত্বের বলে ব্রজেন দাস বাঙালী জাতির নাম উজ্জ্বল করেছিলেন। তাঁর সাঁতার কৃতিত্বের জন্য ব্রজেন দাস প্রথম বাঙালী আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। সে সময়ে ব্রজেন দাস ছিলেন বাঙালী জাতির গর্বের ধন – এখানকার ভাষায় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান খেলাধূলা জগতের প্রথম 'সুপারস্টার'। মূলতঃ স্বল্পপাল্লার সাঁতারু থেকে তার দূরপাল্লার সাঁতারুতে পরিণত হওয়া এবং শেষ পর্যন্ত তাতে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করে দেশের সুনাম বাড়িয়ে দেশের মানুষের মনে স্থায়ী আসন করে নিয়ে ব্রজেন দাস এমন এক ক্রীড়া ব্যক্তিত্বতে পরিণত হয়েছিলেন — যাকে নিয়ে বাংলাদেশের মানুষ সবসময় গর্ব করতে পারে।

সাঁতার তার কাছে ছিল নেশা। তিনি কখনো একে পেশা হিসেবে নিতে চাননি। এ জন্য সাঁতারে তার নানা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সাফল্য ব্রজেন দাসকে কোন অহমিকা এনে দিতে পারেনি। এ দেশের সাঁতারের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব হয়েও ব্রজেন দাস কখনো তার সরলতা ও সহজতা হারাননি।

পুরনো ঢাকার ফরাশগঞ্জে লালকুঠির বিপরীতে দিকে তার বাড়ি থাকায় ব্রজেন দাস বাড়ির সামনে বুড়িগঙ্গা নদীতে সাঁতার শিখতে শিখতে একদিন যে বিশ্ববিখ্যাত অর্জন করবেন – এটা কেউ ভাবেনি। কোচিং বা টেকনিক বলে সাঁতারে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, ব্রজেন দাস ভুলেও তার ধার-কাছ দিয়ে না গিয়েও যেভাবে বিশ্বের দূরপাল্লার সেরা সাঁতারুতে পরিণত হয়েছিলেন, তা কেবল রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজে পাওয়া যায়। নদীতে সাঁতার শিখে পুকুরের স্বল্পপাল্লার সাঁতারে কৃতিত্ব দেখানো দিয়ে ব্রজেন দাসের সাঁতার জীবনের শুরু। তারপর আন্তঃকুল, আন্তঃকলেজ ও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সাঁতারে সাফল্য তাকে ক্রমে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রাদেশিক সাঁতারে তার একচেটিয়া সাফল্য ব্রজেন দাসকে পাকিস্তানের জাতীয় সাঁতারে নিয়ে যায় এবং তিনি সেখানে স্বল্পপাল্লার সাঁতারে তার সাফল্যের নজীর গড়তে কসুর করেননি।

পঞ্চাশের দশকে ঢাকায় বেশ কয়েকটি দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন হলে ব্রজেন দাস তাতে অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বে অংশ নিয়ে ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ ও ঢাকা-চাঁদপুর সাঁতারে প্রথম হয়ে কৃতিত্ব দেখান।

এই সময়ে তার পরিচয় হয় বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক এস এ মোহসিনের সাথে। ক্রীড়া সংগঠনের 'যাদুকর' হিসেবে পরিচিত এস এ মোহসিন তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানী সাঁতার সংগঠকদের সাথে এক বিরোধে জড়িয়ে পড়লে ব্রজেন দাসকে দিয়ে ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে অতিক্রম করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। জনাব মোহসিন প্রায় রাতারাতি চ্যানেল ক্রসিং কমিটি গঠন করে ব্রজেন দাসকে দিয়ে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার জন্য ইংল্যাণ্ডে যান। সে দলে সাঁতারু ব্রজেন দাসের ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোহসিন। জনাব মোহাম্মদ আলীকে তার কোচ নিযুক্ত করা হয়।

১৯৫৮ সালে প্রথম এশীয় হিসেবে ইংল্যাণ্ড থেকে ফ্রান্সের মধ্যবর্তী ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ব্রজেন দাস ইতিহাস সৃষ্টি করেন। দেশে ফিরে আসলে ব্রজেন দাস পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া ব্যক্তিত্বতে পরিণত হয়ে বাঙালী জাতির সম্মান বাড়ান।

গত বছর ভারতের ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী সাঁতারু মিহির সেন মারা যান। কলকাতা তথা ভারতের পত্র-পত্রিকা তাকে ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী প্রথম এশীয় সাঁতারু বলে আখ্যায়িত করলে আমি ব্রজেন দা'র দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ব্রজেন দা জানান যে, মিহির সেন তার অনেক আগে ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ের প্রচেষ্টা চালালেও প্রকৃতপক্ষে তাতে সফল হন ব্রজেন দার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার বেশ পরে। ব্রজেন দাস ছিলেন ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী প্রথম এশীয়। বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশনের উচিত ছিল ভারতের মিহির সেনকে ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী প্রথম এশীয় খবরের প্রতিবাদ করা। কারণ ব্রজেন দাসের প্রথম ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার মাস খানেক কি দু'মাস পর মিহির সেন ইংলিশ চ্যানেল পার হন।

ব্যারিস্টার-সাঁতারু মিহির সেন ও ব্রজেন দাসের মধ্যে বেশ সখ্যতা ছিল। কলকাতায় গেলে ব্রজেন দাস প্রায়ই মিহির সেনের বাসায় গিয়ে তাদের পুরনো সাঁতার জীবন নিয়ে গল্পগুজব করতেন। মিহির সেনের পর চাঁদপুরের আব্দুল মালেক এবং আরো পর ফরিদপুরের মেয়ে কলকাতার আরতী সাহা ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

বছর কয়েক আগে (১৯৮৯) বাংলাদেশের আরেক সাঁতারু মোশাররফ হোসেন খান ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের গৌরব অর্জন করেন। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে ছয়বার ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ব্রজেন দাস এক অবিনশ্বর বিশ্বরেকর্ড গড়েন (যা অবশ্য কিছুদিন আগে ম্লান হয়ে গেছে)। ব্রজেন দাসের এ হেন ঐতিহাসিক কৃতিত্বে ইংল্যাণ্ডের মহামান্য রানী এলিজাবেথ তার দারুণ প্রশংসা করে পরিহাসচ্ছলে বলে ঃ 'মি দাস, আপনি তো ইংলিশ চ্যানেলকে আপনার গোছলখানায় (বাথটাব) পরিণত করেছেন'।

বলাবাহুল্য, ব্রজেন দাসের ছয়বার ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার মধ্যে একবার না থেমে ইংল্যাণ্ড-ফান্স-ইংল্যাণ্ড ফিরতি চ্যানেল ক্রসিং তাকে বিশ্ব দূরপাল্লার সাঁতার জগতের 'বিস্ময়কর মানব' সম্মানে ভূষিত করে।

সাঁতারে তার এ কৃতিত্বের জন্য ব্রজেন দাস পাকিস্তানের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় খেতাব 'তামঘায়ে পাকিস্তান' লাভ করেন। দেশ স্বাধীনের পর বাংলাদেশ সরকার তাকে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারে ভূষিত করেন।

ইংলিশ চ্যানেলের পর ব্রজেন দাস ইতালির ক্যাপরি-নেপলসের ৩৩ মাইল দীর্ঘ সাঁতারে কৃতিত্ব দেখান। পাকিস্তানী আমলে পূর্ব পাকিস্তানী হওয়ায় ব্রজেন দাসকে নানা বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার হতে হয়। রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার পর সবাই মনে করেছিলেন ব্রজেন দাসের প্রতি এসব বঞ্চনা-অহবেলার ইতি ঘটবে। কিন্তু কার্যতঃ তা হয়নি।

দেশ স্বাধীনের পর সবাই আশা করেছিলেন ব্রজেন দাসকে বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশনের সভাপতি করে সম্মান জানানো হবে। কিন্তু তা হয়নি। তাঁকে কিছুদিনের জন্য সাঁতার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক করা হলেও হঠাৎ করে অজ্ঞাত কারণে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে একজন সাধারণ সদস্য ও পরে সহ-সভাপতি করা হয়। বলে রাখা ভাল যে, সাঁতার ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক থাকাকালে তাঁর চমৎকার সাংগঠনিক কৃতিত্বে মোশারফ হোসেন খানের মত কালজয়ী সাঁতারুর প্রতিভা বিকাশ এবং জাতীয় সাঁতারে রেকর্ডসংখ্যক সাঁতারুর অংশগ্রহণ সম্ভব হয়েছিল। সাঁতারু হিসেবে কালজয়ী কৃতিত্বের অধিকারী হলেও সাঁতার ফেডারেশনে তার উপস্থিতি সাঁতার অনুরাগীদের কাছে অপাংক্তেয় বলেই ঠেকেছে। তবে বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি দূরারোগ্য ক্যান্সার ও অন্যান্য রোগে ভুগে ভুগে কাহিল হয়ে গেলেও তার সারল্য, নমনীয়তা ও মুখের স্বভাবজাত মিষ্টি হাসি কেড়ে নিতে পারেনি। বাংলাদেশের সাঁতারের উন্নয়ন তার ধ্যান-জ্ঞান থাকলেও তা কার্যকরী করার ব্যাপারে তার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত ছিল। ঢাকায় কোন সাঁতারের আয়োজন বা অনুষ্ঠান হলে তাতে হাজির থাকার জন্য কোন আমন্ত্রণ পত্রের তিনি কোন তোয়াক্কা করতেন না। তিনি মনে করতেন এটা তার নিজের স্থান। এখানে আসার জন্য তিনি কোন রকম কালক্ষেপণ করতে রাজি নন।

দৈনিক বাংলার স্পোর্টস ডেস্কে এসে চা খেতেন আর তার দেশ-বিদেশের সাঁতারের নানা গল্প-অভিজ্ঞতার কথা বলে আমাদের মূহুর্তগুলিকে স্মরণীয় করে তুলেছেন – যার স্মৃতি এখন আমাদের পীড়া দেবে প্রায়শই। প্রেসক্লাবের সম্মানিত সদস্য থাকার সুবাদে তার সেখানে অবাধ গতি থাকায় প্রায়শই দেখা হয়েছে এবং গল্পে গল্পে কত অযুত সময় কেটে গেছে – যা আজ আমাদের কাছে এক মিষ্টি স্মৃতি বৈ কিছু নয়।

মহান সাঁতারু ও মানুষ ব্রজেন দাসের মধ্যে কোন ফারাক ছিল না। মানুষ ব্রজেন দাসের মধ্যে সবকিছু মিলিয়ে গিয়েছিল। সাঁতারের উন্নতি ও সাঁতারুদের মঙ্গল যার জীবনের সবচেয়ে বড় কাম্য ছিল, সেই ব্রজেন দাসের প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা জানানো হবে বাঙালী সাঁতারুদের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সাঁতারে কৃতিত্ব দেখিয়ে পুরস্কারে নিয়ে এসে। আমাদের সাঁতারুরা যেন একথা মনে রেখে সাঁতারে নামেন।